যীশুর প্রতিজ্ঞায় বিশ্রাম

শাব্বাথ অপরাহ্ণ

শাস্ত্রপাঠ: *প্রকাশিত ১:৯-১৯; মথি ২৪:৪-৮, ২৩-৩১; প্রকাশিত ১৪:৬-১২; ইব্রীয় ১১:১৩-১৬।*

মুখস্থপদ: "কিন্তু, যেমন লেখা আছে, 'চক্ষু যাহা দেখে নাই, কর্ণ যাহা শুনে নাই, এবং মনুষ্যের হৃদয়াকাশে যাহা উঠে নাই, যাহা ঈশ্বর, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে, তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন'" (১ করিন্থীয় ২:৯)।

আপনি কি কখনও বুঝতে পেরেছেন যে, আপনি একটি মহাসংঘর্ষের মাঝে রয়েছেন? ভালো ও মন্দের মধ্যকার যুদ্ধ? অনেক লোক এভাবে বিবেচনা করে, এমনকি যারা ধার্মিক নয় তারাও। সেভেন্থ ডে অ্যাডভেন্টিস্ট হিসেবে, আমরা এভাবে বুঝি, কারণ আমরা জানি যে, এই যুদ্ধ সত্যি। বাইবেল শিক্ষা দেয় যে, আমরা ভালো (যীশু) ও মন্দের (শয়তান) মধ্যকার একটি বড় যুদ্ধের মাঝে অবস্থান করছি।

যীশু ও শয়তানের মধ্যকার যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী চলমান। আসলে, এই যুদ্ধে বিস্তৃতি আরও বেশি, কারণ এই যুদ্ধ স্বর্গে শুরু হয়েছিল (প্রকাশিত ১২:৭)। যেমনিভাবে আমরা আমাদের ব্যস্ত জীবন যাপন করছি, এই যুদ্ধ এড়াবার জন্য ঈশ্বর যে পরিকল্পনা করেছেন, তা আমরা দেখতে ব্যর্থ হই। ভয়ের কারণেও আমরা এই পরিকল্পনা দেখতে ব্যর্থ হই। জীবনে অনেক কিছু আমাদের ভীত করে তুলতে পারে: একটি দেশের সঙ্গে আরেকটি দেশের যুদ্ধ, আকস্মিক প্রাকৃতিক দূর্যোগ, এবং সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের যুদ্ধ কিংবা গৃহযুদ্ধ। কিন্তু বাইবেল আমাদের শান্ত থাকতে সাহায্য করতে পারে, কারণ আমরা জানি যে, আমরা কোথায় যাচ্ছি এবং সমস্তকিছু কিভাবে বদলে যাবে।

ব্যক্তি পর্যায়েও ভালো ও মন্দের মধ্যকার যুদ্ধ হচ্ছে। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা সবাই বিশ্বাসের পরীক্ষা দিয়ে থাকি যা দেখায় যে, আমরা এই যুদ্ধে অন্তর্ভুক্ত রয়েছি। এ সপ্তাহে, আমরা দেখব যে, কীভাবে আমরা যীশুতে বিশ্রাম পেতে পারি, এমনকি এই মহা-সংঘর্ষের মধ্যে থেকেও।

রবিবার **সেপ্টেম্বর ১৯**

শেষকাল বিষয়ক একটি দর্শন (প্রকাশিত ১:৯-১৯)

যোহনকে পাটম নামক পাথুরে দ্বীপে নির্বাসনে পাঠানো হয়। বার জন শিষ্যের মধ্যে এখন যোহনই কেবল বেঁচে আছেন। যোহন এখন বৃদ্ধ। তিনি তার সমস্ত প্রিয় বিষয় ও প্রিয়জন থেকে অনেক দূরে। যেখানে তিনি তার জীবনের বাকী দিনগুলো যাপন করবেন, সেই নির্জন দ্বীপে বসে তিনি কি নিয়ে ভাবতে পারেন? নিঃসন্দেহে, যোহন যীশুর বিষয় ভাবছেন। যোহন যীশুর স্বার্গারোহণ দেখেছিলেন। যোহন দুই জন স্বর্গদূতকে দেখেছিলেন এবং বলতে শুনেছিলেন: "হে গালীলীয় লোকেরা, তোমরা আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন? এই যে যীশু তোমাদের নিকট হইতে স্বর্গে ঊর্ধ্বে নীত হইলেন, উহাঁকে যেরূপে স্বর্গে গমন করিতে দেখিলে, সেইরূপে উনি আগমন করিবেন" (প্রেরিত ১:১১)।

বহু বছর আগে স্বর্গদূতেরা এ-কথা বলেছিলেন। কিন্তু যীশু এখনও এলেন না। সেখানে উপস্থিত থাকা অন্য শিষ্যরা ইতোমধ্যে মারা গেছেন। তাদের বেশিরভাগ শিষ্যকে হত্যা করা হয়েছিল। মণ্ডলী এখন নতুন প্রজন্মের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে যারা যীশুকে মুখোমুখি দেখেনি। মণ্ডলী এখন রোম সম্রাজ্যের ভয়ংকর তাড়না ভোগ করছে। আরও খারাপ বিষয় হল, মণ্ডলীর মধ্যে ভাক্ত শিক্ষকরা বাইবেলের সত্যকে বিকৃত করছে। এই সব সমস্যা যোহনকে নিঃসন্দেহে অবসন্ন ও চূর্ণ করেছিল। পরে, নির্বাসিত যোহন হঠাৎ ঈশ্বরের একটি দর্শন পান।

এই দর্শন যোহনকে নিশ্চিতভাবে কি সান্ত্বনা দিয়েছিল বলে আপনি মনে করেন? উত্তরের জন্য প্রকাশিত ১:৯-১৯ পদ পড়ুন।

যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, "আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সেই সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি" (মথি ২৮:২০)। এই কথাগুলো পাটমে নির্বাসিত যোহনকে নিঃসন্দেহে উৎসাহ দিয়েছিল। একইভাবে, প্রকাশিত বাক্যে নথিভূক্ত দর্শনগুলো যোহনকে নিঃসন্দেহে স্বস্তি দিয়েছিল।

যীশুর দেওয়া দর্শনে, যোহন পৃথিবীতে শেষকাল পর্যন্ত মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ দেখতে পান। সমস্তকিছু কীভাবে সমাপ্ত হবে তা যীশু যোহনকে দেখান। যোহন বলেন, "পরে আমি 'এক নূতন আকাশ ও এক নূতন পৃথিবী' দেখিলাম; কেননা প্রথম আকাশ ও প্রথম পৃথিবী লুপ্ত হইয়াছে; এবং সমুদ্র আর নাই। আর আমি দেখিলাম, 'পবিত্র নগরী, নূতন যিরূশালেম,' স্বর্গ হইতে, ঈশ্বরের নিকট হইতে নামিয়া আসিতেছে; সে আপন বরের নিমিত্ত বিভূষিতা কন্যার ন্যায় প্রস্তুত হইয়াছিল" (প্রকাশিত ২১:১, ২)।

যোহন তার শেষকাল বিষয়ক দীর্ঘ দর্শন প্রকাশিত বাক্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। নতুন পৃথিবী বিষয়ক এই দর্শন যোহনকে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্রাম পেতে সাহায্য করেছিল।

ভবিষ্যৎ বিষয়ক সুসমাচার জেনে কিভাবে আমরা এখন স্বস্তি পেতে পারি?

.....

.....

সোমবার **সেপ্টেম্বর ২০**

সঙ্কটকাল (মথি ২৪:৪-৮, ২৩-৩১)

মথি ২৪ অধ্যায়ে, যীশু তাঁর শিষ্যদের এবং আমাদের আসন্ন ঘটনা সম্পর্কে বলেন। তার বক্তব্যে তাঁর সময় থেকে দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত ও এর পরের আসন্ন ঘটনাও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

যীশু তাঁর তৎকালিন ও বর্তমান লোকদের দেখাতে চান যে কী ঘটবে, যাতে তারা দ্বিতীয় আগমনের জন্য প্রস্তুত হতে পারে। মথি ২৪ অধ্যায়ে যীশু আমাদের সঙ্গে ভবিষ্যৎ সহভাগ করছেন, কারণ তিনি চান আমরাও যেন তাঁর প্রেমে বিশ্রাম পাই। শেষকালে আমাদের চারপাশে সমস্ত কিছুর বিপর্যয় হবে। কিন্তু আমরা যীশুর প্রতিজ্ঞায় নিরাপদ থাকার আস্থা রাখতে পারি।

সেভেন্থ ডে অ্যাড্ভেন্টিস্টরা দানিয়েল পুস্তক থেকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানে: "তৎকালে যে মহান অধ্যক্ষ তোমার জাতির সন্তানদের পক্ষে দাঁড়াইয়া থাকেন, সেই মীখায়েল উঠিয়া দাঁড়াইবেন, আর এমন সঙ্কটের কাল উপস্থিত হইবে, যাহা মনুষ্যজাতির স্থিতিকাল অবধি সেই সময় পর্যন্ত কখনও হয় নাই; কিন্তু তৎকালে তোমার স্বজাতীয় যে কাহারও নাম পুস্তকে লিখিত পাওয়া যাইবে, সে উদ্ধার পাইবে" (দানিয়েল ১২:১)। যীশু চান আমরা এই সময়ের জন্য প্রস্তুত থাকি, যা কেবল তাঁর দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে ঘটবে।

দ্বিতীয় আগমনে কি ঘটবে? যীশু আসার ঠিক আগে আমরা কিভাবে ভ্রান্ত গুরুদের চাতুরী এড়াব? উত্তরের জন্য মথি ২৪:৪-৮, ২৩-৩১ পদ পড়ুন।

.....

.....

শেষকালে দ্বিতীয় আগমন হবে একটি আক্ষরিক ঘটনা। মথি ২৪ অধ্যায়ে যীশু এ-বিষয়ে বলতে যথেষ্ট সময় ব্যয় করেছেন। সুতরাং, দ্বিতীয় আগমন হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বব্যাপী সর্বশেষ বড় ঘটনা কোন্‌টি যেটি পৃথিবী বিনষ্ট করেছিল? মহা জলপ্লাবন। বিষয়টি নিয়ে ভাবুন: পৃথিবীতে মাত্র ৮ জন লোক ঐ ঘটনার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। যীশু দ্বিতীয় আগমনকে মহা জলপ্লাবনের সঙ্গে তুলনা করেছেন (মথি ২৪:৩৭-৩৯)। নিঃসন্দেহে, কেউ জানে না যে, যীশু কোন্‌ মুহূর্তে আসবেন (মথি ২৪:৩৬)। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সেই সব চিহ্নাবলী সম্পর্কে বলেছেন যেগুলো যীশু পুনরায় আসার আগে পরিলক্ষিত হবে। সুতরাং, এগুলোর প্রতি আমাদের সচেতন থাকতে হবে। তখন, আমরা জানব যে, দ্বিতীয় আগমন অতি সন্নিকট। আর, আমরা প্রস্তুত থাকব।

ঈশ্বর আমাদের শেষকালে করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ দিয়েছেন। সেটি কি কাজ? উত্তরের জন্য মথি ২৪:৯-১৪ পদ পড়ুন।

ভালো ও মন্দের মধ্যকার বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে আমরা দর্শক অপেক্ষা বড় কেউ। পৃথিবীর সর্বত্র যীশুর বিষয় সুসমাচার সহভাগের কাজে আমরা সহায়ক ভূমিকা নেব। এটা আমাদের জন্য কি অর্থ বহন করে? আমাদের বিশ্বাসের কারণে লোকেরা আমাদের বিরোধিতা করবে।

কিভাবে আমরা বিশ্বাসে 'শেষ পর্যন্ত স্থির' (মথি ১০:২২) থাকতে পারি?

.....

.....

মঙ্গলবার **সেপ্টেম্বর ২১**

এ মুহূর্তে আমাদেরকে আরোপিত কাজ (প্রকাশিত ১৪:৬-১২)

প্রকাশিত ১৪ অধ্যায় আমাদেরকে একটি মণ্ডলী হিসেবে পৃথিবীতে অবস্থানের কারণ বলে। এখন হল সময় যখন ঈশ্বর পৃথিবীর সকল লোকেরা বিচার করবেন। সকল স্থানের লোককে যীশুর দ্বিতীয় আগমনের জন্য প্রস্তুত করার কাজে আমাদের অবশ্যই সহায়তা করতে হব।

প্রকাশিত ১৪:৬-১২ পদ পড়ুন। জগতের লোকদের কাছে আমাদের কোন্ বিশ্বব্যাপী বার্তাগুলো ঘোষণা করতে হবে? এই বার্তাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন? এগুলো কেন আমাদের এখনই ঘোষণা করতে হবে?

.....

.....

সেভেন্থ্ ডে অ্যাড্ভেন্টিস্ট হিসেবে আমরা 'বর্তমান সত্যে' (২ পিতর ১:১২) বিশ্বাস করি। বর্তমান সত্য হচ্ছে বাইবেলের সেই সত্য যা আমাদের এই সময়ে সব থেকে বেশি দরকার। প্রকাশিত ১৪:৬-১২ পদ আমাদের এ সময়ের বর্তমান সত্য দেখায়: তিন জন দূতের বার্তা। বার্তাগুলো ইতিহাসের এই সময়ে আমাদের করণীয় কাজ দেখিয়ে দেয়।

আপনি কি দেখছেন যে, প্রথম দূতের বার্তা 'তাঁহার কাছে অনন্ত কালীন সুসমাচার আছে' (প্রকাশিত ১৪:৬) কথাটি দিয়ে শুরু হচ্ছে? আমাদের পরিত্রাণের আশা কেবল সুসমাচারের উপর নির্ভর করে। পরে, আমরা প্রথম দূতের বার্তায় 'কেননা তাঁহার বিচার-সময় উপস্থিত' (প্রকাশিত ১৪:৭) কথাটি দেখি। পরে প্রথম দূত ঘোষণা করে বলছেন: "যিনি স্বর্গ, পৃথিবী, সমুদ্র ও জলের উনুই সকল উৎপন্ন করিয়াছেন, তাঁহার ভজনা কর" (প্রকাশিত ১৪:৭)। দ্বিতীয় দূত বলছেন: 'পড়িল, পড়িল সেই মহতী বাবিল' (প্রকাশিত ১৪:৮)। বাবিল হচ্ছে ভ্রান্ত ধর্মের রূপক। পরে তৃতীয় দূত সতর্ক করে বলছেন: "যদি কেহ সেই পশু ও তাহার প্রতিমূর্তির ভজনা করে, আর নিজ ললাটে কি হস্তে ছাপ ধারণ করে,তবে সেই ব্যক্তিও ঈশ্বরের সেই রোষ-মদিরা পান করিবে" (প্রকাশিত ১৪:৯/১০)। ঈশ্বরের শেষকালিন লোকদের বিষয়ে উল্লেখ-পূর্বক অধ্যায়টি সমাপ্ত হচ্ছে: "এইস্থলে সেই পবিত্রগণের ধৈর্য দেখা যায়, যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে ও যীশুর বিশ্বাস ধারণ করে" (প্রকাশিত ১৪:১২)। 'যীশুর বিশ্বাস' যীশুতে আমাদের বিশ্বাসের মত একই বিষয় না। যীশুতে বিশ্বাস হচ্ছে আমাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে যীশুতে বিশ্বাস করা। কিন্তু তাঁর পবিত্র ও বাধ্যতার জীবন হচ্ছে 'যীশুর বিশ্বাস।' তিনি আমাদের হৃদয় ও মন পরিষ্কার করেন এবং আমাদেরকে তাঁর বাধ্যতা দেন।

প্রকাশিত ১৪:১১ পদ পড়ুন। এই পদ আমাদের সেই সব লোকদের দেখায় যারা সমুদ্রের হিংস্র পশুর ও তার মূর্তির ভজনা করে। যারা এই পশুর ভজনা করে, তাদের কোন বিশ্রাম নেই। কেন নেই?

.....

.....

দিনে কিংবা রাতে বিশ্রাম নেই কেন? কী ভয়াবহ! তাঁর প্রতি আস্থাশীলদের তিনি যে বিশ্রাম সাধছেন, সেই বিশ্রাম এই লোকেরা পাচ্ছে না কেন।

বুধবার **সেপ্টেম্বর ২২**

শান্তিতে বিশ্রাম (ইব্রীয় ১১:১৩-১৬)

সহস্রাধিক বছর ধরে, খ্রীষ্টিয়ানরা যীশুর ফেরার অপেক্ষা করছে। তাঁর আগমন হচ্ছে আমাদের সব থেকে বড় আশা। আর, কেবল আমাদেরই না; বরং এ-যাবতকালের সকল মানবের অতিপ্রিয় আশা হল দ্বিতীয় আগমন।

ইব্রীয় ১১:১৩-১৬ পদ পড়ুন। এই পদে আমরা কি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিজ্ঞা পাই? এই প্রতিজ্ঞা কেন আমাদের জন্য এবং এ-যাবতকালের সকল মানবের জন্য?

.....

.....

আপনি কি দেখছেন যে, ইব্রীয় পুস্তক বলছে: "বিশ্বাসানুরূপে ইঁহারা সকলে মরিলেন; ইঁহারা প্রতিজ্ঞাকলাপের ফল প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া সাদর সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, এবং আপনারা যে পৃথিবীতে বিদেশী ও প্রবাসী, ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন" (ইব্রীয় ১১:১৩)? বিভিন্ন বিবেচনায়, এই কথাগুলো আমাদের কাছে অর্থবহ হবে না, যদি কিনা আমরা মৃত্যু সম্পর্কে হালের (লৌকিক) শিক্ষামালা বিশ্বাস করি। প্রচলিত এই লৌকিক শিক্ষামালা আমাদের বলে যে, মানুষ যখন মারা যায়, তারা স্বর্গে চলে যায়। এখন তারা অনন্তকালের জন্য যীশু সঙ্গে অনন্ত জীবন উপভোগ করছে। ব্যাপ্টিস্ট পুরোহিত বিলি গ্রাহাম যখন মারা গেলেন, তখন লোকেরা এ-কথা বলেছিল। আমরা বার বার বলতে শুনেছি যে, তিনি এখন যীশুর সঙ্গে স্বর্গে রয়েছেন।

এটা শুনতে বেমানান, কারণ এই ধারণা যারা বিশ্বাস করে, তারা এমন কিছু বলে থাকে যা সত্যের বিরুদ্ধে যায়। যখন কেউ মারা যায়, তারা বলে, "ইনি শান্তিতে বিশ্রাম করুন।" এখানে কি বলা হচ্ছে? মৃত ব্যক্তি কি শান্তিতে কবরে

বিশ্রাম করছে? অথবা, তারা স্বর্গে জীবিত? আসুন আমরা বাইবেলের কাছে উত্তর চাই।

যীশু যোহন **১১:১১** পদে মৃত্যু বিষয়ে কথা বলছেন।

যীশু আমাদের দেখাচ্ছেন যে, মৃত ব্যক্তি তার মৃত্যুর পর স্বর্গে যাচ্ছেন না। মৃত মানুষ বিশ্রাম করে। "বিশ্বাসীর নিকটে মৃত্যু একটি সামান্য ব্যাপার। যীশু বলেন যে, ইহা একটি সামান্য সময়ের ব্যবধান মাত্র। 'সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, কেহ যদি আমার বাক্য পালন করে, সে কখনও মৃত্যু দেখিবে না' (যোহন ৮:৫১)। এক জন খ্রীষ্টিয়ানের নিকটে মৃত্যু একটি নিদ্রার তুল্য, একটি নীরবতা এবং অন্ধকার মাত্র। জীবন খ্রীষ্টের সহিত ঈশ্বরে লুক্কায়িত এবং 'আমাদের জীবনস্বরূপ খ্রীষ্ট যখন প্রকাশিত হইবেন, তখন তোমরাও তাঁহার সহিত সপ্রতাপে প্রকাশিত হইবে' (কলসীয় ৩:৪)।" –ঈলেন জি হোয়াইট, *সর্ব-যুগের বাসনা*, পৃষ্ঠা: ৮৪৮।

যীশু মৃত্যুকে ঘুমের সঙ্গে তুলনা করছেন (যোহন **১১:১১, ১৪**)। তিনি যুক্ত করে বলছেন যে, যখন তিনি লোকদেরকে মৃত্যু থেকে তুলবেন, তখন পরিত্রাণ-প্রাপ্ত ও হারিয়ে যাওয়া উভয় মানুষ তাদের প্রাপ্য পুরষ্কার পাবে (যোহন ৫:২৮, ২৯)। সুতরাং, আমাদের অবশ্যই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, তা যখনই আসুক না কেন।

বৃহস্পতিবার **সেপ্টেম্বর ২৩**

'তোমরা প্রভুতে সর্বদা আনন্দ কর' (ফিলিপীয় ৪:৪-৬)

যাদের স্মার্টফোন আছে, তারা অনেকেই গুগল মানচিত্র ব্যবহার করে। এটি ছাড়া আমরা কিভাবে চলেছি? হয়ত অচেনা কোন স্থানে যেতে আমরা উদ্বিগ্ন হয়েছি। কিন্তু আপনার ফোনের গুগল মানচিত্র দিয়ে আপনি এখন যেকোন স্থান সহজেই খুঁজে পেতে পারেন, এমনকি বিদেশের কোন শহরেও। গুগল মানচিত্র হচ্ছে একটি রূপক, কারণ এতে নির্ভর করে আমরা যেমন শান্তি (স্বস্তি) ও বিশ্রাম (আস্থা) পাই, তেমনি যীশু চান, ভবিষ্যতে যা-কিছু ঘটবে বলে বাইবেল বলছে,

সে-সব বিশ্বাস করার মাধ্যমে যখন আমরা যীশুতে আস্থা রাখি তখন আমরা সেই শান্তি ও বিশ্রাম পাই।

অনেক সময় আমরা গুগল মানচিত্রে ভুল ঠিকানা প্রদান করে থাকি। কিংবা, অনেক সময় আমরা মানচিত্রের দেখানো পথ ধরে চলি না, কারণ আমরা মনে করি যে, আমরা শর্ট-কাট রাস্তা চিনি। সুতরাং, আমরা তখন এমন স্থানে গিয়ে পৌছাই যেখানে আমরা যেতে চাইনি। আর, হয়ত সেটি সেই স্থান না, যেখানে আমরা বিশ্রাম পেতে পারি।

ফিলিপীয় ৪:৪-৬ পদ পড়ুন। আমাদের ব্যস্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত জীবনে বিশ্রাম ও শান্তি খোঁজার জন্য পৌল আমাদের কি করতে বলছেন?

.....

.....

এই পদগুলোয়, পৌল আপনার সঙ্কটকালে সব সময় আনন্দ করতে বলছেন না। বাস্তবিক, পৌল যা বলছেন তা হল– "তোমরা প্রভুতে সর্বদা আনন্দ কর" (ফিলিপীয় ৪:৪-৬)।

আপনার জীবনে কি অনেক দুঃখ-কষ্ট রয়েছে? পৌল আমাদের ঈশ্বরের বিষয়, তাঁর প্রেমের বিষয়, এবং আমাদের জন্য ক্রুশের উপরে তাঁর মৃত্যুর বিষয় স্মরণ করতে বলছেন। তাহলে আমরা যীশুতে আনন্দ পাব। তিনি আমাদের শান্তি দিবেন।

ফিলিপীয় পুস্তকে পৌলের কথিত বাক্য জীবনের পরে উত্তম কিছুর জন্য আমাদের অন্তরাত্মাকে বিশ্রামে, শান্তিতে ও আশায় পূর্ণ করে।

পৌল বলেন: "কোন বিষয়ে ভাবিত হইও না" (ফিলিপীয় ৪:৬)। এই পরামর্শ কি আপনি অনুসরণ করেছেন? নিঃসন্দেহে, এই পরামর্শ অনুসরণ করা মাঝেমাঝে কঠিন! পৌলের নিজেরও অনেক উদ্বেগ ছিল। কিন্তু আমরা জানি, আমরা এমন একজন প্রেমময় ঈশ্বরের সেবা করি যিনি নিয়ন্ত্রণে আছেন এবং তাঁর রাজ্যে আমাদের সংরক্ষণ করবেন। সুতরাং, আমরা যে-সব বিষয় নিয়ে চিন্তা করছি, সে-সব পেতে আমরা ঈশ্বরের সাহায্যের উপর আস্থা রাখতে পারি।

বাইবেল আমাদের বলে যে, সদাপ্রভু সর্বদা আমাদের সঙ্গে আছেন। এমনকি, আমরা যদি মরেও যাই। যখন আমরা মৃত্যুতে আমাদের চোখ বন্ধ করি, পরে চোখ খুলে আমরা যা দেখব, তা হল– যীশু মেঘরথে আসছেন।

হ্যাঁ, জীবন দুঃখ-কষ্ট, সঙ্কট ও দুর্দশায় পরিপূর্ণ। এসব কেউ এড়াতে পারে না। পৌলের জীবনী দেখুন। তিনি সঙ্কট এড়াতে পারেননি (২ করিন্থীয় ১১)। পৌল চান, আমরা যেন বুঝতে পারি যে, প্রভুতে আমাদের আনন্দ খুঁজতে হবে, এমনকি আমাদের দুঃসময়েও।

ফিলিপীয় ৪:৪-৬ পদ আবার পড়ুন। আপনার বর্তমান জীবনে যতই দুঃখ-কষ্ট কিংবা সঙ্কট থাকুক না কেন, এই পদগুলো কিভাবে আপনাকে আশা দিতে পারে?

.....

.....

শুক্রবার **সেপ্টেম্বর ২৪**

অতিরিক্ত আলোচনা: "আমরা সবাই চাই, ঈশ্বর যেন আমাদের প্রার্থনার উত্তর সঙ্গে সঙ্গে দেন। যদি দ্রুত উত্তর না আসে কিংবা আমাদের প্রত্যাশানুযায়ী যদি উত্তর না আসে, তখন আমরা আশা হারিয়ে ফেলি। কিন্তু ঈশ্বর হচ্ছেন মহাজ্ঞানী এবং আমাদের প্রার্থনার উত্তর যথাসময়ে ও যাথাযথ উপায়ে দেবার ব্যাপারে উত্তম। আমরা যেভাবে আশা করি, ঈশ্বর তদ্‌পেক্ষা উত্তমভাবে এবং অনেক বেশি দিবেন। আমরা ঈশ্বরের জ্ঞান ও প্রেমে আস্থা রাখতে পারি। সুতরাং, আমরা যেটা চাই, তাঁকে আমরা সেটাই করতে বলতে পারি না। সদাপ্রভু যা চান, আমরা সেটা করতে চেষ্টা করব। আমাদের জীবনে আমরা তাঁর পরিকল্পনাকে প্রাধান্য দেব। তাহলে আমরা তাঁর পরিকল্পনাকে আমাদের নিজ ইচ্ছার অগ্রে রাখতে পারব।" –ঈলেন জি হোয়াইট, *গসপেল ওয়ার্কার্স*, পৃষ্ঠা: ২১৯।

"কিছুকাল বাদে যীশু তাঁর সন্তানদের রক্ষা করতে আসবেন। তখন তিনি তাদের অনন্ত জীবন দিবেন...। কবর সকল খুলে যাবে। মৃতেরা জেগে উঠবে এবং তাদের কবর থেকে হেঁটে বেরিয়ে আসবে। তারা এ-কথা বলে জয়ধ্বনি দেবে যে, "'মৃত্যু, তোমার জয় কোথায়? মৃত্যু, তোমার হুল কোথায়?'(১ করিন্থীয় ১৫:৫৫)। আমাদের যে প্রিয়জনেরা যীশুতে নিদ্রিত হয়েছিল, তারা নতুন দেহে জীবনপ্রাপ্ত হবে এবং তারা আর কখনও বৃদ্ধ হবে না কিংবা মরবে না।"–ঈলেন জি হোয়াইট,*কাউন্সিল্‌সঅন স্টিওয়ার্ডশিপ*, পৃষ্ঠা: ৩৫০।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী:

১। ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যকার মহা-সংঘর্ষ নিয়ে চিন্তা করুন। অদ্য, এই সংঘর্ষ পৃথিবীতে কিভাবে অব্যাহত আছে? এই সংঘর্ষ আক্ষরিক, ঠিক? আমরা জানি, অন্য লোকেরা যেভাবে ভাবে, এই সংঘর্ষ তার থেকে বেশি আক্ষরিক। কিন্তু বর্তমানে বেশিরভাগ লোক শয়তানকে আক্ষরিকভাবে বিশ্বাস করে না। ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যকার বিশ্বব্যাপী সংঘর্ষ কিভাবে আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে, পৃথিবীর অবস্থা এতটা খারপ কেন? সংঘর্ষ বিষয়ক এই বোধশক্তি কিভাবে আমাদের অন্তরাত্মাকে সান্ত্বনা দেয়?

২। ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত এই বিশেষ বার্তা আসলে যা বলছে, সেটাকে যদি আমরা অন্যভাবে বলতে চেষ্টা করি, তাহলে আমরা সমস্যায় পড়তে পারি। ভবিষ্যৎ ঘটনা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে খ্রীষ্টিয়ানরা বিভিন্ন সময়ে কিভাবে সমস্যায় পড়ে? তাদের বক্তব্য অনুসারে যখন ঘটনা না ঘটে তখন কি হয়? কিভাবে আমরা এই ফাঁদে পড়া থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারি?

৩। ক্লাশে, প্রকাশিত ১৪:৯-১১ পদ পড়ুন। এই পদ অনুসারে, যারা সমুদ্রের হিংস্র পশুর ভজনা করে এবং তার মিথ্যা দেবতাদের আরাধনা করে, তাদের কোন বিশ্রাম নেই। তাদের কোন বিশ্রাম নেই– কথাটির অর্থ কি?

৪। মণ্ডলীতে বর্তমানে আলোচনার একটি 'গরম' প্রসঙ্গ রয়েছে– দ্বিতীয় আগমন ত্বরান্বিত করতে আমাদের কি ভূমিকা রয়েছে। আপনার বিশ্বাস যা-ই হোক না কেন, এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ যে, আমরা যীশুর শীঘ্র আগমনের সংবাদ সহভাগ করতে থাকব?